দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ: 14 AUG 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নারী শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত বুধবার একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে জানা গেছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তরফে নারী শিক্ষক নিয়োগে প্রদত্ত নির্দেশনা অমান্য করার প্রেক্ষিতে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত হার বা সংখ্যায় নারী শিক্ষক নিয়োগদানে ব্যর্থ হবে তাদের এমপিও বাতিল করা হবে। একই সঙ্গে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি দেয়া হবে না। তবে ১০টি জেলার কিছু এলাকা ও ১৭টি উপজেলা এ নির্দেশনার বাইরে থাকবে। পাশাপাশি গণিত, ইংরেজি, শরীর চর্চা, আরবী, কোরআন ও হাদীস বিষয়ে নারী শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শর্ত ২০১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। প্রজ্ঞাপন মোতাবেক, জনবল কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিচারে ৪০ কিংবা ২০ শতাংশ নারী শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। নিয়োগে নারী কোটা মানা না হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাস্তির আওতায় আসবে। ২০১৩ সালে এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। ওই প্রজ্ঞাপনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষক নিয়োগের হার নির্ধারণ করে দেয়া হয়। আলোচ্য প্রজ্ঞাপনে তার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সেই প্রজ্ঞাপন মাফিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত শিক্ষক পদসংখ্যার ৪০ শতাংশ পদে এবং অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ পদে নারী শিক্ষক বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ দিতে হবে। নারী শিক্ষকদের পদসংখ্যার ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ দেখা দিলে তা যদি দশমিক ৫ বা এর বেশী হয়, সেক্ষেত্রে তা নারী শিক্ষকের পদ বলে গণ্য হবে।

শিক্ষকতা পেশায় নারীর আগমন ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষকের কোটা নির্ধারণ ও নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রায় সকলক্ষেত্রে নারীদের কর্মসংস্থান উন্মুক্ত থাকলেও, বলাই বাহুল্য, এমন অনেক কর্মক্ষেত্র আছে সে সব কর্মক্ষেত্রের কাজের ধরন ও পরিবেশ নারীর উপযোগী নয়। তাদের পক্ষে ওই কাজ করা কঠিন। আবার এমন কিছু কর্মক্ষেত্র রয়েছে যেগুলো পুরুষ অপেক্ষা নারীর জন্য অধিকতর উপযোগী। শিক্ষকতা, নার্সিং ইত্যাদির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তুলনামূলক বিচারে নারী অপেক্ষা পুরুষের উপযোগী কর্মক্ষেত্রের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য এবং পরিধি ও বিস্তৃতি অনেক বেশী। অথচ জনসংখ্যার হিসাবে নারী-পুরুষ প্রায় সমান সমান। পুরুষের চেয়ে নারী শিক্ষার হার কিছুটা কম হলেও যেহেতু নারীর কর্মক্ষেত্রের সংখ্যা ও সুযোগ কম সুতরাং তার উপযোগী কর্মক্ষেত্রগুলোতে কর্মসংস্থানের হার বেশী করে নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবোচিত। দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর পদসংখ্যা নির্ধারণ করা এবং নির্ধারিতসংখ্যক পদে নিয়োগ বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয়তা ও ঔচিত্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। দুঃখজনক হলেও বলতে হচ্ছে, কখনও কখনও নারী শিক্ষক পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। নারী শিক্ষক না পাওয়ার কারণে পদ খালি থাকে এবং শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। নারী শিক্ষক নিয়োগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অনীহাও লক্ষ্য করা যায়। এটা একটা মারাত্মক প্রবণতা। এ কারণে নারী শিক্ষক নিয়োগ পায় না। এরকম বিরূপ মানসিকতা তাড়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষকের পদগুলো বাধ্যতামূলকভাবে পূরণ করার বিকল্প নেই। আলোচ্য প্রজ্ঞাপন জারির প্রয়োজনীয়তা এ থেকেই উপলব্ধিযোগ্য।

নারী শিক্ষক নিয়োগে নির্ধারিত কোটা পূরণ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তব্য। এ লক্ষ্য অর্জনে যে প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে নারী শিক্ষক না পাওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। বলা হয়েছে, নারী শিক্ষক পাওয়ার জন্য কেবল নারীদেরই আবেদন করার কথা বলতে হবে বিজ্ঞপ্তিতে। উল্লেখ করতে হবে পুরুষ প্রার্থীর আবেদনের প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর প্রার্থী না পাওয়া গেলে দ্বিতীয়বার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে। এরপরও নারী প্রার্থী না পাওয়া গেলে তৃতীয় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে যেখানে নারীর সঙ্গে পুরুষ প্রার্থীর আবেদনের সুযোগ রাখতে হবে। নারী শিক্ষক নিয়োগে এই প্রক্রিয়ার হুবহু অনুসরণ কাম্য এবং আশা করা যায় এতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব হবে না। সর্বোচ্চ চেষ্টা এ ক্ষেত্রে নিয়োজিত করতে হবে। যে কোনো ব্যর্থতায় দ্বিতীয় বিকল্প বিবেচনায় নিতে হবে। নারী শিক্ষকের পদ বছরের পর বছর খালি রাখা যাবে না। প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থেই নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। না পাওয়া গেলে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।